ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

'জেলার ২' সিনেমার টিজারে রজনী ম্যাজিক

ct 7

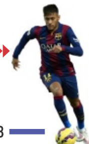

'নেইমারকে ছাড়া ব্রাজিল বিশ্বকাপ জিততে পারবে না'

ct 8

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০২৫ ● কলকাতা ● ১১ মাঘ, ১৪৩১ ● শনিবার ● ২৫ জানুয়ারী ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আসছে বিরাট বদল! পদক্ষেপ নিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

রাজ্যের সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির জন্য নতুন নির্দেশ জারি করেছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের তরফে এই সম্পর্কিত একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে এবার থেকে রাজ্যের সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গ্যাসে খাবার রান্না করতে হবে।জেলা দপ্তরের এক

এরপর ৩ পাতায়

বিএসএফকে সামলানোর জন্য আমি একাই যথেষ্ট', হুঙ্কার বিজিবি ব্যাটেলিয়ন কর্তার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

মালদার শুকদেবপুরে সীমান্ত টপকে বিএসএফের উপরে হামলার জন্য বাংলাদেশের গ্রামবাসীদের লেলিয়ে দিয়েছিলেন আগেই। এবার এক ধাপ এগিয়ে বিএসএফকে সবক শেখানোর হুমকি দিলেন বাংলাদেশ সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বিজিবি) মহানন্দা ব্যাটেলিয়নের প্রধান লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

ওয়াকফ বিল বৈঠক নিয়ে 'বিস্ফোরক' তৃণমূল সাংসদ!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

সাসপেন্ড' কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়! ওয়াকফ বিল সংক্রান্ত আলোচনায় তুমুল বিশৃঙ্খলা। যৌথ সংসদীয় কমিটির বৈঠক থেকে বরখাস্ত তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ মোট ১০ বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, এদিন ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে যৌথ সংসদীয় কমিটির

এরপর ৬ পাতায়

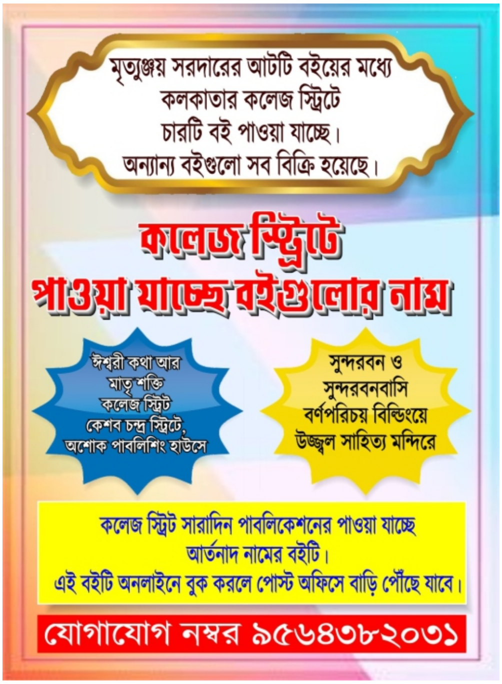

বইমেলায় স্টল দিতে পারবে না বিশ্ব হিন্দু পরিষদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বইমেলায় স্টল দিতে পারবে না বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)। এই নিয়ে বইমেলার আয়োজক সংস্থা পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের সিদ্ধান্ত বহাল রাখল কলকাতা হাই কোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি অমৃতা সিংহ বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মামলা খারিজ করে দেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ, হাই কোর্টে এই মামলা সঠিক পদ্ধতিতে দায়ের করা হয়নি।বইমেলায় স্টল দিতে দেওয়া হচ্ছে না বলে গিল্ডের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল এপিডিআর। তাদের মামলাও খারিজ করে দিয়েছিল হাই কোর্ট।গিল্ড যে হেতু বেসরকারি সংস্থা, তাই তার বিরুদ্ধে মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আদালত। এর আগে গিল্ডের বিরুদ্ধে করা গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (এপিডিআর)-র আবেদনও খারিজ করে দিয়েছে হাই কোর্ট। চলতি বছর বইমেলায় তারাও স্টল দিতে পারবে না।

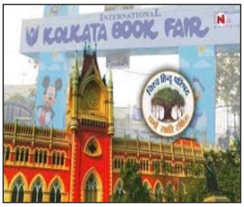

৪৮তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় বইয়ের স্টল দিতে চেয়ে গিল্ডের কাছে আবেদন করেছিল ভিএইচপি। সেই অনুমতি না মেলায় হাই কোর্টে মামলা করেছিল তারা। গিল্ডের বক্তব্য ছিল, সঠিক ভাবে আবেদন জানায়নি ওই সংস্থাটি। পাশাপাশি, গিল্ডের আইনজীবী আদালতে দাবি করেছিলেন, ভিএইচপি 'স্পর্শকাতর' বই প্রকাশ করে। যদিও তারা নিজেরা কোনও বই প্রকাশ করে না। বই প্রকাশিত হয় বিশ্ব হিন্দু বার্তা নামক প্রকাশনা সংস্থা থেকে। বইমেলায় তারাই স্টল দিতে পারে, যারা বই প্রকাশ বা বিক্রি করে। ভিএইচপির আইনজীবীর সওয়াল করে বলেছিলেন, বিশ্ব হিন্দু বার্তা তাদেরই সংস্থা। ২০১১ সাল থেকে তারা বইমেলায় স্টল দিয়ে আসছে।গত শুনানিতে গিল্ডের ভূমিকার সমালোচনা করেছিল কলকাতা হাই কোর্ট। কেন ওই সংগঠনকে স্টল তৈরির অনুমতি দেওয়া হবে না, সেই প্রশ্নও তুলেছিল আদালত। গিল্ডের আইনজীবীর সওয়াল নিয়ে মন্তব্য করেছিল তারা। গিল্ডের উদ্দেশে বিচারপতি সিংহ প্রশ্ন করেছিলেন, ''গত কয়েক বছর ধরে ওই সংগঠনকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এখন কেন দেওয়া হবে না? তারা কী স্পর্শকাতর বই প্রকাশ করেছে, তা আগে কেন জানাননি? এত দিন স্পর্শকাতর বই প্রকাশ করেনি, হঠাৎ এখন স্পর্শকাতর বই প্রকাশ করছে?'' গিল্ডের আইনজীবী জানিয়েছিলেন, চলতি বছর থেকে বইমেলায় কিছু নিয়মের পরিবর্তন হয়েছে। বিচারপতি পাল্টা বলেছিলেন, ''আপনাদের কোনও বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই, যে নিয়ম পরিবর্তন হয়েছে। কেন এত বছর অনুমতি দিয়েছিলেন? নিজেদের নিয়ম খুশি মতো নিজেরা তৈরি করছেন।'' শুক্রবার গিল্ডের সিদ্ধান্তই বহাল রাখলেন বিচারপতি সিংহ। ভিএইচপির আবেদন খারিজ করে দিলেন।

নতুন দিল্লিতে সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ৬০০-রও বেশি পঞ্চায়েত নেতা

নতুন দিল্লি, ২৪ জানুয়ারি, ২০২৫

নতুন দিল্লির কর্তব্য পথে আগামী ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার জন্য পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক ৬০০-রও বেশি পঞ্চায়েত নেতাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। হর ঘর জল যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ), মিশন ইন্দ্রধনুষ, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (আয়ুষ্মান ভারত), প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী পোষণ যোজনা, পিএম মুদ্রা যোজনা, পিএম বিশ্বকর্মা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনা, কিষান ক্রেডিট কার্ডের মতো বিভিন্ন অগ্রণী প্রকল্পে পঞ্চায়েত স্তরে অসাধারণ অবদানের নিরিখে এই নেতাদের বাছা হয়েছে। এছাড়া স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, জল ও নিকাশী এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে রাজ্য ও

এরপর ৬ পাতায়

জটিল রোগে আক্রান্ত ডায়মন্ড হারবারের শিশু, দুষ্প্রাপ্য ইঞ্জেকশনের ব্যবস্থা করে দিলেন অভিষেক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ডায়মন্ড হারবারে দু'বছর বয়সি সেই শিশুর চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দুষ্প্রাপ্য ইঞ্জেকশনের ব্যবস্থাও করে দিলেন তিনি। ডায়মন্ড হারবারে অভিষেকের 'সেবাশ্রয়' শিবির চলছে। সেখানেই শুক্রবার ওই শিশুর পরিবারের পাশে দাঁড়ান অভিষেক।কিন্তু কেন এই পৃথক উদ্যোগ? রাজ্য সরকারের তরফেই তো বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হয়। একাধিক স্বাস্থ্য প্রকল্পও রয়েছে রাজ্যের। তবে কি নিজের কেন্দ্রে আলাদা করে শিবির বসিয়ে 'সমান্তরাল' কোনও স্বাস্থ্যব্যবস্থা চালু করতে চান তৃণমূল 'সেনাপতি'? প্রশ্ন

উঠেছে। জল্পনার জবাবও দিয়েছেন অভিষেক নিজে। তাঁর কথায়, ''রাজ্য সরকার যথেষ্ট করেছে। আমি আমার মতো করে চেষ্টা করছি। হয়তো একটা গ্রাম পঞ্চায়েতে একটা হাসপাতাল আছে, আমি সেখানে চেষ্টা করেছি একটা গ্রাম পঞ্চায়েতে চারটে করে ক্যাম্প করার।'' রাজ্যের সঙ্গে আলাদা করে তুলনা মানতে চাননি অভিষেক।অভিষেকের দফতর থেকে জানানো হয়েছে, শিশুটির নাম কৃতি মান্না। তার বাবা-মা তাকে নিয়ে ডায়মন্ড হারবারের বিষ্ণুপুরের পানকুয়া গ্রামে 'সেবাশ্রয়' শিবিরে এসেছিলেন। সেখানকার চিকিৎসকেরা জানান, ওই শিশু জটিল এবং গুরুতর শারীরিক সমস্যায় ভুগছে। অভিষেক সেই সময়ে শিবিরে ছিলেন। তিনি নিজে শিশুটিকে দেখেন এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত যাবতীয় সাহায্য করার আশ্বাস দেন তার পরিবারকে। 'সেবাশ্রয়' শিবিরের চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, বিশেষ যত্ন প্রয়োজন ওই শিশুর। তাকে দিতে হবে এমন একটি ইঞ্জেকশন, কলকাতায় বা রাজ্যের অন্য হাসপাতালে যা পাওয়া যায় না। দিল্লি এমসে ওই ইঞ্জেকশনের সুবিধা রয়েছে। 'সেবাশ্রয়' শিবিরের স্বেচ্ছাসেবক এবং

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

বিএসএফকে সামলানোর জন্য আমি একাই যথেষ্ট', হুঙ্কার বিজিবি ব্যাটেলিয়ন কর্তার

কিবরিয়া।বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) সীমান্তে অশান্তি পাকানোর লক্ষ্য নিয়ে নজিরবিহীনভাবেই এক জনসভা ডেকেছিলেন কিবরিয়া। ওই জনসভায় তিনি হুঙ্কার ছেড়ে বলেন, 'বিএসএফকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। বিএসএফকে মোকাবিলা করার জন্য আমি একাই যথেষ্ট। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের রোখার মতো আমাদের হাতে অস্ত্র রয়েছে। তাছাড়া উপযুক্ত প্রশিক্ষণও রয়েছে। বিজিবি সীমান্তে থাকলে ভয়ের কোনও কারণ নেই। সীমান্তের নিরাপত্তা নিশ্চিত রাখতে আমরা বদ্ধপরিকর। আগে আমরা প্রতিরোধ করব, প্রয়োজনে ১৮ কোটি মানুষ যুদ্ধ করবে। কিন্তু জীবন দিয়ে হলেও আমরা সার্বভৌমত্ব রক্ষা করব।'গতকাল বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) সীমান্তবর্তী বাখোরোলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে গ্রামবাসীদের এক সভায় তিনি হুঙ্কার ছেড়ে বলেছেন, 'শেখ হাসিনা সরকার নেই দেশে। এখন আমরা এমন সরকারকে ক্ষমতায় বসাতে পেরেছি, যে সরকার ভারতকে শত্রু হিসাবে মনে করে এবং বিএসএফের সঙ্গে চোখে চোখ রেখে লড়াইয়ের নির্দেশ দিয়েছে। আমি একাই বিএসএফকে সামলানোর জন্য যথেষ্ট। তবে আপনারাও প্রস্তুত থাকবেন। যখন ডাকব, তখনই যেন বিএসএফের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আপনাদের পাশে পাই।' বিজিবির ব্যাটেলিয়ন কর্তা গোলাম কিবরিয়ার ওই বক্তব্য শুনে গ্রামবাসীরা খানিকটা বিস্মিতই হন। অতীতে বিজিবির কোনও কম্যান্ডারের কণ্ঠে এমন হুঙ্কার শোনেননি তারা।

গত কয়েকদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গের মালদার শুকদেবপুরে (এপারে চৌকা ও কিরণগঞ্জ) বিএসএফের কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে বাধা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে চলেছেন বিজিবির কম্যান্ডার গোলাম কিবরিয়া। এমনকি গত সপ্তাহে বিএসএফকে আক্রমণ করতেও গ্রামবাসীদের লেলিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে দুই দেশের গ্রামবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল সীমান্ত। বাংলাদেশি জঙ্গিদের রুখতে বিএসএফকে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটাতে হয়েছিল। বাংলাদেশ সেনা সূত্রে জানা গিয়েছে, মহানন্দা ব্যাটেলিয়নের কম্যান্ডার লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম কিবরিয়া পাকিস্তানপন্থী সেনা অফিসার হিসাবেই পরিচিত। হিযবুত তাহরীর নেতা তথা অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোল্লা মুহাম্মদ ইউনূসের বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলমের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত এবং কট্টর ভারত বিদ্বেষী। এমনকি বাংলাদেশ সেনাকে ঢাল করে জঙ্গি কাজকর্মে জড়িত মেজর জিয়ার অন্যতম সহযোগীও ছিলেন।

(২ পাতার পর)

জটিল রোগে আক্রান্ত ডায়মন্ড হারবারের শিশু, দুষ্প্রাপ্য ইঞ্জেকশনের ব্যবস্থা করে দিলেন অভিষেক

চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে কলকাতাতেই ওই শিশুর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন। ইঞ্জেকশনগুলিও মিলবে কলকাতাতেই। ইঞ্জেকশন নেওয়ার পর শিশুটির প্লাস্টিক সার্জারির প্রয়োজন। অভিষেক জানিয়েছেন, সেই চিকিৎসাতেও তিনি সাহায্য করবেন। গত ২ জানুয়ারি থেকে নিজের লোকসভা কেন্দ্রে বিশেষ স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু করেছেন অভিষেক। বিধানসভা কেন্দ্র ধরে ধরে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। চোখ, রক্তচাপ, সুগার থেকে ক্যানসার— বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতায় চিকিৎসা পরিষেবা পাচ্ছেন মানুষ। বর্তমানে 'সেবাশ্রয়' চলছে বিষ্ণুপুর বিধানসভা কেন্দ্রে। ২ জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত 'সেবাশ্রয়' থেকে সেবা পেয়েছেন কয়েক লক্ষ মানুষ।

(১ম পাতার পর)

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আসছে বিরাট বদল! পদক্ষেপ নিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আধিকারিক এপ্রসঙ্গে জানিয়েছেন প্রত্যেকটি সেন্টার ওভেনের সঙ্গে দুটি করে গ্যাস ভর্তি সিলিন্ডার এবং অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র দেওয়া হবে। অনেকে আবার বলছেন বহু আইসিডিএস কেন্দ্রের নিজস্ব ঘর নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্যের বাড়িতে এমনকি গাছ তলায় চলে রান্না। তাই গ্যাসে রান্নার নিয়ম সেক্ষেত্রে কিভাবে কার্যকর করা হবে, এই বিষয়ে এখন থেকেই দপ্তরের কর্তাদের ভেবে দেখতে হবে।সরকারি এই নির্দেশকে বাস্তবায়িত করে তোলার জন্য ইতিমধ্যে ওই কেন্দ্রগুলিতে ওভেন ও লাইটার পৌঁছে গিয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত এলপিজি সিলিন্ডার

না পৌঁছানায় গ্যাসে রান্না করা চালু হয়নি।

দ্রুত এই ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে চাইছেন কর্মীরাও। জানা যাচ্ছে, প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি (Anganwadi) কেন্দ্র পিছু সিলিন্ডার এবং ওভেন সহ অন্যান্য পরিকাঠামোর জন্য মোট ৮ হাজার ৯৫১ টাকা ধার্য করা হয়েছে। অন্যদিকে সিলেন্ডার রিফিল করার জন্য প্রত্যেক অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে প্রতিমাসে ১ হাজার ৩০৮ টাকা খরচ করতে পারবে।

সাধারণত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে রান্নার জন্য কাঠ-কয়লা অথবা অন্য কোন অস্বাস্থ্যকর জ্বালানি ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তাতে সময় নষ্ট হয় এবং নিয়মিত ধোঁয়ার কারণে দূষণ সৃষ্টি হয়। যা রাঁধুনিদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এই কারণেই এই সমস্ত সমস্যা থেকে রেহাই পেতে এবার গ্যাসে রান্না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তবে এক্ষেত্রে রয়েছে শর্ত। শুধুমাত্র ৭৫ জনের বেশি উপভোক্তা এমন রয়েছে এমন আইসিডিএস কেন্দ্রগুলিই গ্যাস সিলিন্ডার দেওয়া হবে। জানা যাচ্ছে, পরিসংখ্যানের হিসাবে উত্তর ২৪ পরগনা আরসিডিএস কেন্দ্রের সংখ্যা ১০,৩৬৮ টি। এরমধ্যে ২,৭৬১ টি কেন্দ্রে ওভেন এবং লাইটার পৌঁছানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এজেন্সিকে সিলিন্ডার কেনার টাকাও পাঠানো হয়েছে। কিন্তু এলপিজি রিফিল করার টাকা এখনও দেওয়া হয়নি। এই দুটি ব্লকের সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় সিলিন্ডার দিতে হবে। যার মধ্যে অন্যতম বাদুড়িয়া (২৯৪) এবং বারাসাত-২ (২৬৫)।

সম্পাদকীয়

মহাকুম্ভ মেলায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের বিভিন্ন মিডিয়া ইউনিটের কাজের পর্যালোচনা করলেন মন্ত্রকের সচিব শ্রী সঞ্জয় জাজু

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব শ্রী সঞ্জয় জাজু মহাকুম্ভ মেলায় মন্ত্রকের বিভিন্ন মিডিয়া ইউনিটের কাজের পর্যালোচনা করেছেন। মহাকুম্ভের ত্রিবেণী মার্গের প্রদর্শনী চত্বরে মন্ত্রকের উদ্যোগে 'জনভাগিদারী সে জনকল্যাণ' শীর্ষক মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনীতে সরকারের গত ১০ বছরের নানা সাফল্য, কর্মসূচি, নীতি ও প্রকল্প তুলে ধরা হয়েছে। তথ্য ও সম্প্রচার সচিব এই প্রদর্শনীটি ঘুরে দেখেন।

এই প্রদর্শনীকে ব্যবহারকারী-বান্ধব আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন, এখানে ওয়াল, এলইডি টিভিস্ক্রিন ওয়াল, হলোগ্রাফিক সিলিন্ডারের মতো বিভিন্ন প্রযুক্তির সাহায্যে নানা প্রকল্প সম্পর্কিত সঠিক তথ্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

শ্রী সঞ্জয় জাজু মহাকুম্ভ মেলার মিডিয়া সেন্টার ঘুরে দেখেন এবং সেখানে সাংবাদিকদের জন্য কী কী সুবিধা রয়েছে তার খোঁজ নেন। সেখানে কর্মরত সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

এর আগে, তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মহাকুম্ভ মেলার সেক্টর ৪-এ গিয়ে দূরদর্শন ও আকাশবাণীর অস্থায়ী কেন্দ্র ঘুরে দেখেন। তিনি বলেন, দূরদর্শন ও আকাশবাণীর সম্প্রচারিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতারা মহাকুম্ভের জাঁকজমক ও বিভিন্ন পবিত্র মুহূর্তের সাক্ষী হতে পারছেন। মোবাইল ফোন এবং বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমেও এই ছবি ফুটে উঠছে। এজন্য প্রসারভারতী বিভিন্ন সময়ে সরাসরি সম্প্রচার এবং মাল্টি ক্যামেরা সেট-আপের ব্যবস্থা করেছে।

শ্রী সঞ্জয় জাজু বলেন, বিশেষ এফএম চ্যানেল কুম্ভবাণীর মাধ্যমে কুম্ভ মেলা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। এই চ্যানেলের সম্প্রচার, মহাকুম্ভের জনঘোষণা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। ফলে, ভক্তরাও এইসব তথ্য জানতে পারছেন। মহাকুম্ভ মেলায় মন্ত্রকের কর্মরত আধিকারিকদের সঙ্গে তথ্য ও সম্প্রচার সচিব বৈঠক করেন এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন।

তিনি বলেন, ১৪৪ বছর পর মহাকুম্ভের এই বিশেষ মুহূর্তগুলিকে স্মরণীয় করে রাখতে সকলেই নিজের সাধ্যমতো কাজ করছেন। সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে সারা দেশ থেকে ভক্তরা শান্তির সন্ধানে এই অমৃতকুম্ভে এসেছেন। আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এই মেলার অবদান অবিস্মরণীয়।

তথ্য ও সম্প্রচার সচিব কুম্ভ মেলায় প্রকাশন বিভাগের স্টল ঘুরে দেখেন। ছোটবেলায় কেমন আগ্রহের সঙ্গে তিনি বাল ভারতী পত্রিকা পড়তেন তার স্মৃতিচারণ করে, এখনও এর প্রকাশ অব্যাহত থাকায় সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি।

আদিশক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(উনিশতম পর্ব)

আবার ষোড়শ শতাব্দীর (১৫৭৪- ১৬০৪) শেষভাগে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চন্ডীমঙ্গল কাব্যে কালীঘাটের উল্লেখ রয়েছে।।

এই সময়ের যে কিংবদন্তীটি শোনা যায় সেটা হল বর্তমান কালীমন্দিরের কাছেই অরণ্যের মধ্যে পর্ণকুটিরে আত্মারাম ব্রহ্মচারী নামে এক ব্রাহ্মণ তপস্যা করতেন।

একদিন সন্ধ্যে বেলায় তিনি গঙ্গার তীরে বসে সন্ধ্যা বন্দনাদি করছেন এমন সময় তাঁর চোখে পড়ল এক জ্যোতির্ময় আলোকচ্ছটা। আগে কখনো এমন আলো তাঁর চোখে পড়ে নি। সেই আলোকে অনুসরণ করে তিনি বর্তমান

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ভারতে পে রোল রিপোর্টিং : একটি কর্মসংস্থান প্রেক্ষাপট – নভেম্বর ২০২৪" সংক্রান্ত প্রকাশিত রিপোর্ট

নতুন দিল্লি, ২৪ জানুয়ারী, ২০২৫

পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রক আনুষ্ঠানিক অর্থনীতি সেক্টরে সেপ্টেম্বর ২০১৭-র পরবর্তী সময়কালে কর্মসংস্থান সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে। তিনটি প্রধান প্রকল্প যথাক্রমে কর্মচারী ভবিষ্যনিধি প্রকল্প (ইপিএফ), কর্মচারী রাজ্য বীমা প্রকল্প (ইএসআই) এবং জাতীয় পেনশন প্রকল্পের (এনপিএস) গ্রাহক সংখ্যার সামগ্রিক তথ্যকে ব্যবহার করে এটি প্রকাশ করা হয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দেখতে Payroll Reporting in India An Employment Perspective – November, 2024.pdf এখানে ক্লিক করুন।

কর্মচারী ভবিষ্যনিধি প্রকল্প :

২০২৪ – এর নভেম্বর মাসে ইপিএফে মোট নতুন গ্রাহক সংখ্যা ৮,৭৪,৪২০ যা ২০২৪-এর অক্টোবর মাসে ছিল ৭,৮৬,১৯৬।

কর্মচারী রাজ্য বীমা প্রকল্প :

ইএসআই প্রকল্পে ২০২৪-এর নভেম্বর মাসে অর্থ জমা করা নতুন নথিভুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা ১১,৮২,৫০১ যা ২০২৪ –এর অক্টোবর মাসে ছিল ১৩,০৭,৮৮৮।

জাতীয় পেনশন প্রকল্প (এনপিএস) :

২০২৪- এর নভেম্বর মাসে এনপিএসে মোট নতুন গ্রাহক সংখ্যা ৪০,৯২০ যা ২০২৪ –এর অক্টোবর মাসে ছিল ৬৪,৯৭৭ ।

শিবরাত্রি ব্রতের ব্যাখ্যা করেন মহাদেব স্বয়ং

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শিবের কথা শুনে শিবজায়া হিমালয় কন্যা পার্বতী বিস্মিত হলেন। তবে পালরাজাদের লিপি থেকে বেশ কিছু শিবমন্দির তৈরির কথা জানা যায়। প্রাচীন পাশুপত সম্প্রদায়ের শৈবদের জন্য রাজানুগ্রহের কথাও আছে সেখানে। সুন্দরবনে জটার দেউল, বর্ধমানের রাঢ়েশ্বর, বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর ষাঁড়েশ্বর শৈলেশ্বর-এর মতো আটশো-হাজার বছরের শিবমন্দির টিকে আছে এখনও।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর "মন কি বাত" (১১৮ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ

অংশীদার হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। এখানে আমি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা যুব-বন্ধুদের সঙ্গে গোটা দিনটা কাটাই। এই যুবরা স্টার্টআপ, কালচার, উইম্যান, ইয়ুথ আর ইনফ্রাস্ট্রাকচারের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্র নিয়ে নিজেদের ভাবনার কথা ভাগ করে নিয়েছিলেন। এই কার্যক্রম আমার জন্য খুব স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বন্ধুরা, কিছুদিন আগে স্টার্টআপ ইন্ডিয়ার নয় বছর পূর্ণ হয়েছে। আমাদের দেশে নয় বছরে যত স্টার্টআপ তৈরি হয়েছে, তার মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি টায়ার টু আর ট্রায়ার থ্রি শহরে গঠিত আর এটা শুনে প্রত্যেক ভারতবাসীর মন আনন্দে ভরে ওঠে অর্থাৎ আমাদের স্টার্টআপ কালচার কেবলমাত্র বড় শহরেই সীমিত নয়। আর আপনারা এটা জেনে আশ্চর্য হবেন যে, ছোট শহরের এই স্টার্টআপের অর্ধেকের বেশির নেতৃত্ব আমাদের মেয়েরা দিচ্ছেন। যখন এটা শুনতে পাই যে, আম্বালা, হিসার, কাংরা, চেঙ্গেলপট্টু, বিলাসপুর, গোয়ালিয়ার এবং ওয়াশিমের মতো শহর স্টার্টআপের কেন্দ্র হয়ে উঠছে, তখন মন আনন্দে ভরে ওঠে। নাগাল্যান্ডের মতো রাজ্যে বিগত বছরের স্টার্টআপ রেজিস্ট্রেশন ২০০ শতাংশের বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট, নন রিনিউয়েবল এনার্জি, বায়োটেকনোলজি আর লজিস্টিকস,

(ষষ্ঠ পর্ব)

এমন কতগুলি ক্ষেত্র, যার সঙ্গে জড়িত স্টার্টআপ গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে সব থেকে বেশি। এগুলি কনভেনশনাল সেক্টর নয়, কিন্তু আমাদের যুব-বন্ধুরাও তো কনভেনশনাল এর থেকে এগিয়ে চিন্তাভাবনা করে থাকেন, এই জন্য ওঁরা সাফল্যও পাচ্ছেন।

বন্ধুরা, ১০ বছর আগে যখন কেউ স্টার্টআপের ক্ষেত্রে প্রবেশ করার কথা বলত, তখন তাকে নানা ধরনের কটূক্তি শুনতে হত। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করতেন যে, স্টার্টআপ আসলে কী? আবার কেউ বলতেন যে, এ সব করে কিছুই হবে না। কিন্তু এখন দেখুন, এক দশকে কত বড় পরিবর্তন এসেছে। ভারতে যে নতুন সুযোগের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে, আপনাদেরও তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা উচিত। যদি আপনাদের নিজেদের উপর বিশ্বাস থাকে, তাহলে আপনাদের স্বপ্নও ডানা মেলে উড়তে পারবে। আমার প্রিয় দেশবাসী, কোনও কাজ, ভালো উদ্দেশ্য এবং নিঃস্বার্থ ভাবনার সঙ্গে করা হলে, তা দূর-দূরান্ত পর্যন্ত আলোচিত হয়। এবং আমাদের মন কি বাত, এর খুব বড় একটি প্ল্যাটফর্ম। আমাদের এত বিশাল দেশে যদি কেউ প্রত্যন্ত অঞ্চলে থেকেও ভালো কাজ করে এবং কর্তব্যবোধকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়, তাহলে এটি তাঁর প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি দুর্দান্ত প্ল্যাটফর্ম। অরুণাচল প্রদেশে দীপক নাবামজি সেবার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। দীপকজি একটি "লিভিং হোম" চালান, যেখানে মানসিক ভাবে অসুস্থ এবং শারীরিক ভাবে অক্ষম মানুষ ও বয়স্কদের সেবা করা হয়। সেখানে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদেরও যত্ন নেওয়া হয়। দীপক নাবামজি কোনও সাহায্য ছাড়াই সমাজের বঞ্চিত মানুষ, হিংসায় জর্জরিত এবং গৃহহীন মানুষদের সহায়তা করার জন্য একটি অভিযান শুরু করেছিলেন। আজ তাঁর এই কর্মকান্ড একটি প্রতিষ্ঠানের রূপ নিয়েছে। সংস্থাটি অনেক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছে। কে হিন্ডুম্বিজি, যিনি লাক্ষাদ্বীপের কাভারতী দ্বীপে একজন নার্স হিসেবে কাজ করেন, তাঁর কাজও খুবই অনুপ্রেরণাদায়ক। আপনারা জেনে অবাক হবেন যে ১৮ বছর আগে তিনি সরকারি চাকরি থেকে অবসর নিলেও এখনও আগের মতোই মমতা ও স্নেহের সঙ্গে মানুষের সেবা করে চলেছেন। লাক্ষাদ্বীপের কে জি মোহাম্মদজির প্রচেষ্টাও অত্যন্ত চমকপ্রদ। তাঁর কঠোর পরিশ্রমের ফলে মিনিকয় দ্বীপের মেরিন ইকোসিস্টেম আরও শক্তিশালী হচ্ছে। পরিবেশ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার জন্য তিনি অনেক গান লিখেছেন। তিনি লাক্ষাদ্বীপ সাহিত্য কলা একাডেমি থেকে সেরা লোকসঙ্গীতের

(ক্রমশঃ)

২০২৫ -এর প্রজাতন্ত্র দিবস কুচকাওয়াজে নব ভারতের সূর্যোদয় ট্যাবলো প্রদর্শন করবে এমএনআরই

নতুন দিল্লি, ২৪ জানুয়ারী, ২০২৫

নতুন দিল্লির কর্তব্য পথে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে নব ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রক (এমএনআরই) এক চিত্তাকর্ষক ট্যাবলোর উন্মোচন করবে। এই উজ্জ্বল প্রদর্শনীতে শক্তি ক্ষেত্রের মানচিত্রে ভারতের ক্রমবিকাশকে তুলে ধরা হবে। দেশের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উদযাপনের সঙ্গে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পদক্ষেপের ওপর আলোকপাত করা হবে।

ট্যাবলোর মূল বিষয়টি হল, উচ্চকাঙ্খী পিএম সূর্য ঘর নিখরচা বিদ্যুৎ যোজনা। এটি গৃহছাদে সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনে বিশ্বে এক বৃহত্তম উদ্যোগ। সেইসঙ্গে এমএনআরই-র নানা রূপান্তরমূলক কর্মসূচিকেও তুলে ধরা হবে। এই জাতীয় উদ্যোগ, ভারতের স্বচ্ছ জ্বালানী অর্থনীতিরই প্রসার ঘটাচ্ছে তাই নয়, এর মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে লক্ষ লক্ষ কর্মসংস্থান ঘটবে বলেও মনে করা হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অধীনে ভারতে শক্তি রূপান্তরের ওপর আলোকপাত করার পাশাপাশি ট্যাবলোতে গ্রীন হাইড্রোজেন ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতিকেও তুলে ধরা হবে। সেইসঙ্গে বায়ু শক্তি ক্ষেত্রে চতুর্থ বৃহত্তম উৎপাদক হিসেবে ভারতের অবস্থানকে দেখানো হবে। ৮০০ বিশেষ অতিথির মধ্যে থাকবেন পিএম সূর্যঘর, পিএম কুসুম –এর সুবিধাভোগীরা সহ এমএনআরই আমন্ত্রিত পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিক্ষেত্রের কারিগরেরা। সুস্থায়ী এবং স্বনির্ভর ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ভারতের যাত্রাপথে এই অনন্য প্রদর্শনকে প্রত্যক্ষ করবেন তারা।

কেন্দ্রীয় নব ও পুনর্নবীকরণ শক্তি মন্ত্রী শ্রী প্রহ্লাদ যোশীর নেতৃত্বে এমএনআরই, রূপান্তরমূলক প্রকল্প ও কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে দেশের লক্ষ লক্ষ গৃহে সাশ্রয়ী এবং স্বচ্ছ জ্বালানী পৌঁছে দিচ্ছে। এর পাশাপাশি পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ উৎপাদনেরও প্রসার ঘটাচ্ছে।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219, (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

(১ম পাতার পর)

ওয়াকফ বিল বৈঠক নিয়ে 'বিস্ফোরক' তৃণমূল সাংসদ!

বৈঠকে জেপিসির বৈঠক ও জেপিসির কাজ প্রসঙ্গে আপত্তি তোলা হয়।সাসপেন্ড হওয়ার পর তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন,"ওয়াকফের যৌথ সংসদীয় কমিটির মিটিং চলাকালীন চেয়ারম্যানের কাছে বারবার ধরে ফোন আসছিল। আমাদের সাসপেন্ড করার সময়ও ফোন এসেছিল। তিনি বাইরে বেরিয়ে গিয়ে ফোন ধরছিলেন। এর থেকেই প্রমাণিত তিনি বাইরে থেকে চালিত হচ্ছেন। সংসদে অঘোষিত জরুরি অবস্থা চলছে। স্পিকারকে বলেও কোন লাভ নেই। সবকিছু চালাচ্ছেন দু'জন। আপনারা বুঝে নিন কোন দু'জন। গণতন্ত্র ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এই কমিটির চেয়ারম্যানের কোনও মেরুদন্ড নেই। জেপিসির নামে সবকিছু ফার্স।"বিরোধিতা থেকে শুরু হয় বাদানুবাদ। এরপরই বৈঠকে গন্ডগোলের জেরে কল্যাণ সহ ১০ জন বিরোধী সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়। এমনকি বৈঠকে পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে মার্শাল পর্যন্ত ডাকতে হয়।

সারাদিনের মতোই জয়েন্ট পার্লামেন্টারি কমিটি অফ ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল ২০২৪-এর বৈঠক থেকে সাসপেন্ড ১০ সাংসদ। সাসপেন্ড হওয়া সাংসদদের তালিকায় রয়েছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহম্মদ জাওয়েইদ, আসাদউদ্দিন ওয়াইসি, নাসির হুসেইন, মোহিবুল্লাহ, এম আবদুল্লাহ, অরভিন্দ সাওয়ান্ত, নাদিমুল হক ও ইমরান মাসুদ। বিরোধী সাংসদদের অভিযোগ, সংসদীয় কমিটির বৈঠকে কোনও রীতি-নীতি মানা হচ্ছে না। সরকার আগে থেকেই নিজের অবস্থান ঠিক করে আসছে। আর সেই অনুযায়ী-ই সব সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। বিরোধীদের কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। এই বৈঠক লোক দেখানো। সরকার নিজেদের মতামতকেই চূড়ান্ত রিপোর্ট হিসেবে দেখাচ্ছে।

ভারতে সমরাস্ত্র কারখানায় বিস্ফোরণে নিহত ৮, আটকা পড়েছেন ১৫ জন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

ভারতের মহারাষ্ট্রের নাগপুরে একটি সমরাস্ত্র তৈরির কারখানায় বিস্ফোরণে অন্তত ৮ জন নিহত হয়েছে। শুক্রবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে নাগপুরের ভান্ডারা জেলার জওহরনগর এলাকায় অস্ত্র কারখানাটির এলটিপি বিভাগে এ ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণে কারখানার ছাদ উড়ে গেছে। খবর-এনডিটিভি

নাগপুরের ভান্ডারা জেলা প্রশাসক সঞ্জয় কোলতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ফায়ার সার্ভিস ও চিকিৎসাকর্মীরা সেখানে রয়েছেন। ছাদ ধসে পড়ায় কারখানার এলটিপি বিভাগে ১৫ জন শ্রমিক আটকা পড়েছেন। প্রাথমিক অবস্থায় একজনকে মৃত এবং তিনজনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিস্ফোরণের আওয়াজ প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূর থেকে শোনা গেছে। দূর থেকে ধারণ করা ভিডিওতে কারখানা থেকে ঘন ধোঁয়া উঠতে দেখা গেছে।

স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, কারখানটির ধ্বংসাবশেষ উদ্ধারে খননযন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে।

সেখান থেকে পাঁচজনকে উদ্ধারের কথা জানিয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নাভিস। তিনি বলেন, নাগপুর থেকে একটি উদ্ধারকারী দল সেখানে গেছে। মেডিকেল টিমও প্রস্তুত রয়েছে।

ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি শুক্রবার বিকেলে আটজনের মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বিস্ফোরণে নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে এক মিনিট নীরবতা পালন করতে বলার সময় মন্ত্রী বলেন, ভান্ডারায় বড় একটি দুর্ঘটনায় আটজন মারা গেছেন। আরও সাতজন আহত হয়েছেন। এটি প্রাথমিক তথ্য। এটিকে 'দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা' বলে তিনি মন্তব্য করেন।

(২ পাতার পর)

নতুন দিল্লিতে সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ৬০০-রও বেশি পঞ্চায়েত নেতা

জাতীয় স্তরে যেসব পঞ্চায়েত নেতা পুরস্কৃত হয়েছেন তাঁদেরও এই সমারোহে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সাধারণতন্ত্র দিবসে এই বিশেষ অতিথিরা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কুচকাওয়াজের সাক্ষী থাকবেন।

সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে বিশেষ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান

সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে ২৫ জানুয়ারি নতুন দিল্লির এয়ারপোর্ট অথরিটি অফ ইন্ডিয়া অফিসার্স ইনস্টিটিউটে এই পঞ্চায়েত নেতাদের সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। অনুষ্ঠানে 'গ্রামোদয় সংকল্প' পত্রিকার পঞ্চদশ সংস্করণ প্রকাশিত হবে। পঞ্চায়েতি রাজ মন্ত্রক গত বছরের সংবিধান দিবসে তোমার সংবিধানকে জানো শীর্ষক যে ক্যুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল, তার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারও তুলে দেওয়া হবে এই অনুষ্ঠানে। পঞ্চায়েতি রাজ এবং মৎস্য, পশুপালন ও ডেয়ারি মন্ত্রী শ্রী রাজীব রঞ্জন সিং ওরফে লালন সিং, পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক এস পি সিং বাঘেল প্রমুখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

এমএলএ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল সম্পন্ন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

কলকাতা। টানা বেশ কয়েকদিন ধরে শহরের রাজগঞ্জ পাল লেনে একটি সমাজসেবা ভিত্তিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে, যা প্রজাতন্ত্র দিবসে শেষ হবে। উক্ত অনুষ্ঠানটি ৫৯ নম্বর ওয়ার্ড যুব তৃণমূল সভাপতি তাবরেজ আলমের উদ্যোগে আয়োজিত হয়েছিল। নেতাজি জয়ন্তী উপলক্ষে, এমএলএ কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালও অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং বিজয়ী দলকে ১ লক্ষ ২৫ টাকা এবং রানার্সআপ দলকে ৭০,০২৫ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। এই সময়কালে, রক্তদান শিবিরে শত শত মানুষ রক্তদান করেছেন, একই সাথে স্বাস্থ্য শিবিরে মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়েছে এবং মানুষকে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

‘জেলার ২’ সিনেমার টিজারে রজনী ম্যাজিক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

দক্ষিণী সিনেমার মেগাস্টার রজনীকান্তের ‘জেলার’ বক্স অফিস কাঁপিয়েছিল। সেই সময় থেকেই আলোচনা শুরু হয়, কবে আসবে এর পরের কিস্তি। অবশেষে মুক্তি পেলো ‘জেলার ২’ সিনেমার টিজার। চার মিনিট সময়সীমার টিজারটি এরই মধ্যে ভক্তদের মন জিতে নিয়েছে।

‘জেলার ২’ পুরো টিজারেও রজনী তার ম্যাজিক দেখিয়েছেন। শুরুতে একের পর এক গুন্ডার আগমন ও পিঠে কুড়াল গেঁথে মৃত্যু হয়। খানিক পরে রক্তার্ত সাদা জামা পরে বন্দুক ও তলোয়ার হাতে পর্দায় আসেন রজনী। শোনা যায় আগের ছবির আবহ। বাকি সময়জুড়েও তার রাজত্বের দেখা মেলে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সংবাদ প্রতিদিনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রজনী-ম্যাজিক দেখতে স্বাভাবিকভাবেই সিনেমাটি নিয়ে সবার প্রত্যাশা বেড়েছে। ভক্তদের দাবি, সিনেমাটি কেবল চলচ্চিত্রই নয়। বরং রজনীর এত বছরের ধারাবাহিক সাফল্যেরই নতুন প্রকাশ। অনেক নেটিজেন লিখেছেন, এমন কারিশমা কেবল রজনীকেই মানায়। তারা আরো দাবি করছেন, এটি প্রথম তামিল সিনেমা হিসেবে বোধহয় হাজার কোটির ক্লাব অতিক্রম করবে।

নেলসনের পরিচালনায় ব্ল্যাক কমেডি অ্যাকশন ঘরানার সিনেমা ‘জেলার’র প্রথম পর্বে রজনীকান্তের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল মোহনলাল, জ্যাকি শ্রফ, শিবা রাজকুমার, রামিয়া কৃষ্ণাণ, তামান্নার মতো তারকাদের। সিনেমা ‘কাভালা’ গানটি তুমুল জনপ্রিয় হয়েছিল। নতুন সিনেমায় কোন কোন তারকাকে দেখা যাবে, তা দেখতেও মুখিয়ে রয়েছেন দর্শকরা। কোনো কোনো গণমাধ্যম জানাচ্ছে, মোহনলাল ও শিবরাজ কুমার এ সিনেমায় ক্যামিও হিসেবে থাকবেন। পাশাপাশি তামিল অভিনেতা নন্দমুরি বালকৃষ্ণকেও দেখা যাবে শক্তিমান পুলিশ অফিসার রূপে। এখন থেকেই যেন শুরু হয়েছে সিনেমাটি মুক্তির ক্ষণ গগনা। যদিও এটি মুক্তি পাচ্ছে ২০২৬ সালে।

এখন চলছে ‘জেলার ২’ সিনেমার প্রি-প্রোডাকশনের কাজ। আসলে রজনীর ছবি মানেই উৎসব। বেঙ্গালুরু, চেন্নাইয়ের একাধিক অফিসে ছুটি ঘোষণা করা হয় ছবি মুক্তির দিন। সেই উন্মাদনার রেশই যেন মিলল টিজার মুক্তির পর।

বিমানবন্দর থেকে ধাওয়া করা হয় সালমানের গাড়ি!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

সালমান নাকি বরাবরই যে কোনো জনসভা বা অনুষ্ঠানে যেতে ভয় পান। বিশেষ করে অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিশুদের নিয়ে তিনি চিন্তিত থাকেন বেশি।

সম্প্রতি আরো জটিল হয় পরিস্থিতি। তাই গত কয়েক দিনে জোরদার করা হয়েছে সালমান খানের নিরাপত্তা। যে কোনো জায়গাতেই সালমানের সঙ্গে থাকছে কড়া নিরাপত্তা বাহিনী।

প্রাণনাশের হুমকি মাথায় নিয়ে ছুটছেন সালমান খান। কখনো বাড়িতে ছোড়া হয়েছে গুলি আবার কখনো এসেছে উড়ো চিঠি। মারা পড়েছেন তার ঘনিষ্ঠ মানুষও। এবার জানা গেল একবার বিমানবন্দর থেকে ধাওয়া করা হয়েছিল সালমানের গাড়িতে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যে কোনো

অনুষ্ঠানে সালমান হাজির হলেই মুহূর্তে মানুষের ঢল নামে। উন্মত্ত ভিড়ের কারণে সেখানে কোনো অঘটন ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই একটু বেশিই সতর্ক থাকেন ভাইজান।

২০১৪ সালে সালমানের ছবি ‘কিক’ মুক্তি পায়। সে সময় এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, একটি বিশেষ কারণে ছবির প্রচারে তিনি ভিড় এড়িয়ে চলেন। বিশেষ করে শপিংমলের মতো জায়গা প্রচারের জন্য এড়িয়ে যান। এখানে মানুষ কেনাকাটা করতে আসে। স্বাভাবিকভাবে ভিড় বেশি থাকে। তার ওপর তাকে দেখলে মানুষ ছুটে আসে। সেই ভিড়ে বিপত্তি হওয়ার সম্ভাবনাও বেশি থাকে।

সে ভিড়ে শিশু ও প্রবীণরা সমস্যায় পড়তে পারে বলে মনে করেন সালমান। প্রচারের জন্য বিভিন্ন শহরে যেতে হয় তারকাদের। তিনি যখন বিভিন্ন শহরে ভ্রমণ করতেন, তখন তার গাড়ির পিছু নেয়া হতো। গাড়ি চলত যার জেরে বাচ্চাদের প্রাণহানি পর্যন্ত হতে পারে বলে মনে করতেন সালমান।

সেসময় ভাইজান বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছিলেন, “এমন করবেন না। কারণ প্রচারের জন্য আমাদের বিভিন্ন শহরে যেতে হয়। রাস্তায় এভাবে গাড়ি চললে, কোনো বাচ্চার প্রাণ পর্যন্ত চলে যেতে পারে। এটা একদমই ঠিক নয়।”

হৃতিকের ওপর ক্ষোভ, বাবা রাকেশকে গুলি করে মাফিয়ারা

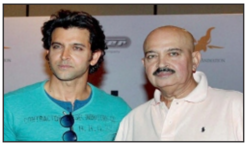

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

নব্বইয়ের দশকের কথা। সেই সময় আরব সাগরের পাড়ে তখন আন্ডারওয়ার্ল্ডের মাফিয়াদের রমরমা। বলিউড তারকাদের বাড়িতে প্রায়শই আসতে থাকে হুমকি। এমনই হুমকিতে পড়তে হয়েছিল একাধিক বলিউড তারকাকে। এমনকি নায়িকাদের কাছে আসত শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার প্রস্তাব। সেই টানাপড়েনে পড়ে নাস্তানাবুদ হওয়ার অবস্থা হয়েছিল রাকেশ রোশনের।

ছেলে হৃতিক রোশনের জন্য মাফিয়া গোষ্ঠীর কবলে পড়তে হয় তাকে। সেবার অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচেছিলেন তিনি। এত বছর পেরিয়ে গিয়েও সেই স্মৃতি এখনও দগদগে। ২০০০ সালে ‘কহো না পেয়ার হ্যায়’ যখন মুক্তি পেয়েছিল, সে সময়ই ভয়ানক বিপর্যয় ঘটে রোশন পরিবারে। কী ঘটেছিল?

‘কহো না প্যায়ার হ্যায়’ রিলিজ করতেই রাতারাতি খ্যাতির শিরোনামে পৌঁছে যান হৃতিক। রোশন পরিবার যখন সিনেমার গগনচুম্বী সাফল্যে মাতোয়ারা, ঠিক তখনই রাকেশ রোশনকে আক্রমণ করে মুম্বাই আন্ডারওয়ার্ল্ড। তাদের মুম্বাই অফিসের বাইরে দুটি গুলি করা হয় রাকেশকে। নিজের বুদ্ধির জোরে প্রাণে বাঁচেন পরিচালক। কোনো মতে প্রাণ হাতে নিয়ে হাসপাতালে পৌঁছান তিনি।

কেন মাফিয়াদেন নিশানায় পড়তে হয়েছিল তাঁকে? সম্প্রতি বর্ষীয়ান পরিচালক বলেন, আমি কোনোদিনই ওদের সেই রকম কোনো ইঙ্গিত দেইনি যে হৃতিক ওদের টাকায় সিনেমায় করবে। আমি বারবার ওদের প্রস্তাব এড়িয়ে যাই। বলি যে, হৃতিকের ডেট ফাঁকা নেই। আদতেও সত্যিই ছিল না তখন। এরপর ওরা আমাকে অন্য প্রযোজকদের সঙ্গে কথা বলে হৃতিকের ডেট ম্যানেজ করার নির্দেশ দেয়। আমি সেবারও অস্বীকার করি।

তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে অনেকেই অনেক কিছু সহ্য করে চুপ ছিল, তবে ওদের অন্যায় আবদারের কাছে আমি মাথা নোয়াইনি কোনোদিন। এই কারণেই মহা সমস্যায় পড়তে হয়েছিল রাকেশকে।

‘নেইমারকে ছাড়া ব্রাজিল বিশ্বকাপ জিততে পারবে না’

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

নেইমার

২০২৬ বিশ্বকাপের আসর বসবে উত্তর আমেরিকার তিন দেশ যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডাতে। ওই আসরটিই নিজের শেষ বিশ্বকাপ বলে কিছুদিন আগে জানিয়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার নেইমার জুনিয়র। যদিও চোটকে পাশ কাটিয়ে তার জন্য টুর্নামেন্টটিতে অংশ নেওয়াই হবে বড় চ্যালেঞ্জ। অন্যদিকে, নেইমার না থাকলে ব্রাজিল বিশ্বকাপ জিততে পারবে না বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির কিংবদন্তি রোমারিও ডি সুজা।

দুবার বিশ্বকাপ জেতা এই কিংবদন্তি এক পডকাস্ট অনুষ্ঠানে বলেন, ‘যদি নেইমার ফিট থাকে তাহলেই কেবল পরবর্তী বিশ্বকাপ জয়ের সুযোগ আছে ব্রাজিলের। ১৯৬২ সালে ব্রাজিল গারিঞ্চার জন্য, ৭০ সালে পেলে, ৯৪ সালে রোমারিও এবং ২০০২ সালে রোনালদোর জন্য খেলেছে। ২০২৬ সালে যদি তারা নেইমারের জন্য না খেলে, তাহলে (বিশ্বকাপ) জিততে পারবে না।’

বর্তমানে নেইমারের বয়স ৩২, বিশ্বকাপ চলাকালে যা ৩৪ বছরে দাঁড়াবে। ফলে ২০২৬ আসরই হতে পারে তার শেষ বিশ্বকাপ। সিএনএন স্পোর্টকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে কয়েকদিন আগে নেইমার নিজেও সেটাকেই ক্যারিয়ারের শেষসীমা বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন, ‘আমি চেষ্টা করব সেখানে (২০২৬ বিশ্বকাপ) থাকার। আমি জানি, এটাই আমার শেষ বিশ্বকাপ, শেষ শট। আমার শেষ সুযোগ। সেখানে খেলা এবং জাতীয় দলে থাকার জন্য আমি সব রকম চেষ্টাই করব।’

তার আগে অবশ্য ব্রাজিলকে বিশ্বকাপে সরাসরি ওঠার সমীকরণটা মেলাতে হবে। ২০২২ কাতার বিশ্বকাপের পর থেকে দারুণ উত্থান-পতন দেখেছে সর্বোচ্চ পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। স্থায়ী কোচ দরিভাল জুনিয়রের অধীনেও তারা ম্যাচ জয়কে অভ্যাসে পরিণত করতে পারেনি। ৮ জানুয়ারি তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ব্রাজিল এখন পর্যন্ত ১৪ ম্যাচ খেলেছে, এর মধ্যে ৬টি জয়, ২ হার এবং ৭ ড্র। কাঙ্ক্ষিত সাফল্য ও ছন্দ ধরে রাখতে না পারায় লাতিন অঞ্চলের ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের টেবিলেও শীর্ষ তিনে নেই ব্রাজিল। তাদের অবস্থান পাঁচ নম্বরে।

লাতিন অঞ্চল থেকে শীর্ষ ছয়টি দল বিশ্বকাপের টিকিট কাটবে। সপ্তম দলটিকে খেলতে হবে (কনকাকাফ) প্লে-অফ। ব্রাজিল হয়তো শীর্ষ ছয়ে নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখতে পারবে, তবে সেটি সর্বোচ্চ বারের চ্যাম্পিয়নদের ক্ষেত্রে ঠিক মানানসই হবে কি না সেটা আলোচনাসাপেক্ষ।

র‍্যাংকিংয়ে ক্যারিয়ারসেরা অবস্থানে থিকসানা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে দারুণ এক হ্যাটট্রিক করেছিলেন মাহিশ থিকসানা। এর আগে পড়েও অসাধারণ পারফরম্যান্স উপহার দিয়েছেন তিনি। যার ফলে আইসিসি ওয়ানডে বোলিং র‍্যাংকিংয়ে প্রথমবারের মতো শীর্ষ তিনে উঠেছেন শ্রীলঙ্কার এই স্পিনার।

৪ ধাপ এগিয়ে তিনি বর্তমানে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। হ্যামিল্টনে প্রথম ওয়ানডেতে ৪৪ রানে ৪ উইকেট এবং সিরিজে মোট ৭ উইকেট শিকার করে এই সাফল্য অর্জন করেছেন। যদিও শ্রীলঙ্কা সিরিজটি ২-১ ব্যবধানে হেরেছে।

বোলারদের র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষে রয়েছেন আফগানিস্তানের রশিদ খান এবং দ্বিতীয় স্থানে ভারতের কুলদীপ যাদব। নিউজিল্যান্ডের পেসার ম্যাট হেনরি ৩ ধাপ এগিয়ে ৯ম স্থানে এবং বাঁ-হাতি স্পিনার মিচেল স্যান্টনার ২ ধাপ এগিয়ে ১৫তম স্থানে অবস্থান করছেন। লঙ্কান পেসার আসিথা ফার্নান্দো প্রথমবারের মতো শীর্ষ ১০০-তে জায়গা করে নিয়েছেন। তিনি ৩৪ ধাপ এগিয়ে এখন ৯৭তম স্থানে।

ব্যাটিং র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষ দশে কোনো পরিবর্তন নেই। পাকিস্তানের বাবর আজম শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন। তবে শ্রীলঙ্কার চারিথ আসালাঙ্কা নিউজিল্যান্ড সিরিজে খারাপ ফর্মের কারণে ৫ ধাপ পিছিয়ে ১৮তম স্থানে নেমে গেছেন।

অলরাউন্ডারদের র‍্যাংকিংয়েও উন্নতি করেছেন থিকশানা। ৪ ধাপ এগিয়ে তিনি এখন ২৬তম স্থানে রয়েছেন। শ্রীলঙ্কার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ২ ধাপ পিছিয়ে ১৩তম স্থানে নেমে গেছেন। একইভাবে নিউজিল্যান্ডের অলরাউন্ডার মিচেল স্যান্টনারও ২ ধাপ পিছিয়ে বর্তমানে ১৭তম স্থানে।

অলরাউন্ডারদের র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষে রয়েছেন আফগানিস্তানের মোহাম্মদ নবী। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন জিম্বাবুয়ের সিকান্দার রাজা, তৃতীয় স্থানে আফগানিস্তানের আজমতউল্লাহ ওমরজাই, এবং চতুর্থ স্থানে আছেন বাংলাদেশের মেহেদী হাসান মিরাজ।

ড্রেসিংরুমের কথা ফাঁস; গৌতম গম্ভীরের সন্দেহের তালিকায় কে?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

বোর্ডার-গাভাস্কার সিরিজটা যেন ভারতের টেস্ট দূর্গে সবশেষ আঘাত। পার্থের প্রথম টেস্টে জয় পেলেও শেষ পর্যন্ত সিরিজের ফলাফল আসেনি ভারতের পক্ষে। আর তাতে শেষ হয়েছে তাদের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলার স্বপ্নটাও। এসবের মাঝেই মেলবোর্নে টেস্ট শেষে ভারতের ড্রেসিংরুমের কথা বেরিয়ে আসে গণমাধ্যমে। সেখানে ভারতের দলে কোচ গৌতম গম্ভীরের কড়া বার্তা দেয়ার কথাও চলে আসে। ড্রেসিংরুমে ফাটল ধরার গুঞ্জনও শোনা গিয়েছিল। যা নিয়ে সেসময় কম জলঘোলা হয়নি। এবারে দেশে ফিরে সেই ঘটনার ইস্যুতে বোর্ড কর্তাদের সঙ্গে কথাও বলেছেন কোচ গম্ভীর। তদন্ত করে খুঁজেও পেয়েছেন সেই ‘ভিলেন’কে।

ভারতের একাধিক মিডিয়ার বরাতে খবর, বর্ডার-গাভাস্কার সিরিজ চলাকালে যেসব খবর ফাঁস হয়েছিল, তা জানিয়েছে তরুণ এক ক্রিকেটার। অস্ট্রেলিয়া থেকে ফেরার পর ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআইকে তার নামও শুনিয়েছেন গম্ভীর। মিটিংয়ে ভারতের কোচ বলেছেন, ড্রেসিংরুমের খবর বাইরে নেওয়া সেই ক্রিকেটারের নাম সরফরাজ খান। তিনি তার বিরুদ্ধে প্রমাণও খুঁজে পেয়েছেন।

বিসিসিআই সূত্রের খবর, গম্ভীর যে রিপোর্ট দিয়েছেন সেই রিপোর্ট অনুযায়ী ড্রেসিংরুমের খবর সাংবাদিকদের হাতে দেন সরফরাজই। যদিও এখন অবধি এটি নিয়ে সরাসরি কোনো কথা বলেননি ভারতের কোচ। এমনকি বোর্ডও আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি। তবে সরফরাজের ওই কাণ্ড যদি সঠিক প্রমাণিত হয়, তবে তিরস্কার শুনতে পারেন তরুণ এই ব্যাটার। ভারতের বোর্ড কঠিন হলে, শাস্তিও মেনে নিতে হতে পারে সরফরাজকে।

শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজ হার, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ঘরের মাটিতে নাকানি চুবানি এবং সবশেষ অস্ট্রেলিয়ায় ভূপাতিত—সব মিলিয়ে বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি তো গেছেই, সঙ্গে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালও হাতছাড়া হয়েছে ভারতের। এসব চলার মাঝেই বের হচ্ছিল ড্রেসিংরুমের খবর। অস্ট্রেলিয়ায় থাকাকালেই গম্ভীর বলেছিলেন, বেশ কিছু খেলোয়াড় ড্রেসিংরুমের পরিবেশ ঠিক রাখছেন না। তিনি তখন ঋষভ পান্তের দিকে সিদ্ধান্ত না মানার অভিযোগ তুলেছিলেন। এবার বোর্ডকে জানিয়েছেন, ড্রেসিংরুমের খবর বাইরে দেওয়া সরফরাজের নাম।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR